দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 18 SEP 2017
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

শিক্ষিত বেকার ও পরিকল্পিত উচ্চশিক্ষা

আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে উদ্বেগজনকভাবে। লন্ডনের ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (ইআইইউ) তথ্যমতে, বাংলাদেশে প্রতি ১০০ স্নাতক ডিগ্রিধারী তরুণ-তরুণীর মধ্যে ৪৭ জনই বেকার। তাহাদের অবস্থা আসলে দুর্বিষহ। অন্যদিকে পোশাক কারখানাসহ বিভিন্ন সেক্টরে দক্ষ লোকের অভাবে ভারত, শ্রীলঙ্কা, ভিয়েতনাম ও চীনের লোকেরা আসিয়া সেইসকল উচ্চবেতনের চাকুরি বাগাইয়া নিতেছেন। ইহার জন্য নিঃসন্দেহে আমাদের ঔপনিবেশিক মন-মানসিকতা এবং শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটিই দায়ী। আমাদের অবস্থান উচ্চশিক্ষার বিরুদ্ধে নহে। কিন্তু পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রতিবৎসর কত ছাত্র-ছাত্রী পাস করিয়া বাহির হইতেছেন এবং আগামী এক দশকে আরো কতজন বাহির হইবেন তাহার পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে কর্মসংস্থানের জন্য আমাদের কি কোনো পরিকল্পনা আছে? যদি সেই অনুযায়ী আমরা তাহাদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করিতে পারি, তাহা হইলে ভালো কথা। আর যদি আমাদের অর্থনীতির ক্যাপাসিটি বা সক্ষমতা অনুযায়ী তাহাদের নিশ্চিত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করিতে না পারি, তাহা হইলে উচ্চশিক্ষাকে যথাসম্ভব সংরক্ষণ ও সংকোচন করাই কি বাঞ্ছনীয় নহে? এইক্ষেত্রে আমরা সর্বোচ্চ ডিপ্লোমা ও গ্রাজুয়েশনকে গুরুত্ব দিতে পারি।

আমরা মনে করি, বহুসংখ্যক মাস্টার্স ডিগ্রিধারীকে কাঙ্ক্ষিত চাকুরি দিতে না পারিবার দোষ ঢালাওভাবে রাষ্ট্রকে দেওয়া যায় না। তবে এখানে এই প্রশ্ন তোলা যাইতে পারে যে, তাহা হইলে এত মানুষকে কেন এভাবে উচ্চশিক্ষিত করিবার পথ সুগম করা হইল? উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের কল্যাণ রাষ্ট্রগুলিতে উচ্চশিক্ষায় কোনো ফি না থাকিলেও সেখানে দলে দলে মানুষ স্নাতকোত্তর করিতেছেন না। যুক্তরাষ্ট্র-কানাডা প্রভৃতি দেশে অনেকে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও এমএ বা পিএইচডি করেন না, কাঙ্ক্ষিত আয় হাতছাড়া হওয়া বা যোগ্যতা অনুযায়ী চাকুরি না পাইবার আশঙ্কায়। ইহা শিক্ষকতাসহ উচ্চতর গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কর্মরতদের জন্যই সংরক্ষিত থাকা উচিত। দেখা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি হইতে শুরু করিয়া কোর্স সম্পন্ন করা পর্যন্ত একজন শিক্ষার্থী যে সময় ও অর্থ ব্যয় করেন, তাহার তুলনায় তাহারই কোনো কোনো স্কুল-কলেজের সহপাঠী দেশে-বিদেশে কোনো কর্মে যোগ দিয়া অর্থোপার্জনের দিক হইতে আগাইয়া যাইবার সুযোগ পাইয়া যান। তাই উচ্চশিক্ষার ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন।

মোদ্দা কথা, গড়পরতা অসংখ্য অনার্স-মাস্টার্স ডিগ্রিধারী তৈরির কোনো প্রয়োজন নাই। শিক্ষা ব্যবস্থায় উৎপাদনমুখী ও দক্ষ জনবল তৈরির প্রতি গুরুত্বারোপ করা আবশ্যক। এইজন্য হাইস্কুল হইতেই কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপর জোর দিতে হইবে। এই শিক্ষাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য না করিয়া জনপ্রিয় করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে, আমরা এখনও একটি উন্নয়নশীল দেশের বাসিন্দা। সুতরাং শিক্ষার্থীদের স্বাবলম্বিতার উপরই আগে গুরুত্ব দিতে হইবে। সেই অনুযায়ী শিক্ষায় বিনিয়োগ করিতে হইবে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কারিগরি শিক্ষা গ্রহণের হার ৪৩ ভাগ হইলেও আমাদের দেশে এই হার মাত্র ১৪ ভাগ। সুতরাং এই ক্ষেত্রে অগ্রগতি লাভ করা দরকার। দরকার ব্যাপক কর্মসংস্থানের জন্য শিল্পায়ন ও দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের সুস্থ পরিবেশ।

কারিগরি
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিস্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর